

কানসাট বিদ্রোহ

মাহবুব কামাল

মুম্বাইয়ের চলচ্চিত্র তারকা সালমান খানের জেল হয়েছে। অপরাধ তিনি বিরল প্রজাতির একটি হরিণ হত্যা করেছেন। অসম্ভব জনপ্রিয় নায়ক এই সালমান। নির্বাচনে দাঁড়ালে লোকসভার সদস্য বনে যাওয়ার মতো জনপ্রিয়তা তার। কিন্তু তাতে কি! আইন মানেই তো আইন, অন্য কিছু নয়। আইনের দৃষ্টিতে বিহারের হতদরিদ্র নাম না জানা একজন শ্রমিক যা, সালমানও তা-ই। হিট ছবির নায়ক হতে পারেন তিনি; কিন্তু হত্যা-অযোগ্য হরিণকে হিট করতে পারেন না।

ভারতের প্রাণীদের অধিকার কোন পর্যায়ে রয়েছে আমরা দেখলাম। বাংলাদেশে প্রাণী পরে, মানবাধিকারের অবস্থাটা কী? এক কানসাটেই গুলি করে মেরে ফেলা হল ২০ ব্যক্তিকে। ২০টি পাখি শিকার করাও সহজ কাজ নয়, অথচ ২০ ব্যক্তিকে কত সহজেই মেরে ফেলা হল! হত্যার জন্য মানুষ কি তবে পাখির চেয়েও সহজলভ্য কোন জীব? রাজশাহী অঞ্চলেরই নাচোল বিদ্রোহে কতজনের প্রাণ হরণ করা হয়েছিল? কুড়ির কম নিশ্চয়ই। নাচোল বিদ্রোহের মর্মবস্তু ছিল আরও ব্যাপক, আদর্শিক। কানসাটে নিছকই একটা বিশেষ প্রাত্যহিক সমস্যা নিয়ে আন্দোলন চলছিল। বিদ্যুৎ নেই, অথচ বিদ্যুতের বিল আছে এই পরিস্থিতির অবসান চাচ্ছিল কানসাটবাসী। খুবই নগণ্য এই চাওয়া। তাতেই নিহতের সংখ্যা ২০। তবে কি সময়টা এখন নাচোল বিদ্রোহের সময়ের পেছনে রয়েছে?

নিশ্চিত বলে দেয়া যায়, এখন থেকে ৫০ কি ১০০ বছর পর ইতিহাস বিষয়ে তেভাগা আন্দোলন, সন্ন্যাস বিদ্রোহ, ফারাজী আন্দোলন ইত্যাদির মতো কানসাট বিদ্রোহ নামে একটি নতুন অধ্যায় পড়তে হবে ছাত্রছাত্রীদের। কানসাট বিদ্রোহের পটভূমি, কারণ ও ফলাফল কী উত্তরপত্রে লিখতে হবে এমন একটি প্রশ্নের উত্তর। জোট সরকার ইতিহাস-উপকরণের এক বড় যোগানদাতা। গত টার্মে বিএনপি সরকার সারের দাবিতে আন্দোলনরত ১৭ কৃষকের প্রাণ হরণ করেছিল। একদিন সার বিদ্রোহ নামেও একটি অধ্যায় সংযোজিত হবে হয়তো ইতিহাসের পাঠ্যসূচিতে।

সরকার কি এমনটা ভাবছে যে, জনসংখ্যা দেশটার একটা বড় সমস্যা, এ সমস্যার কারণেই উন্নয়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে? আর সেজন্যই কি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে এই হত্যার পথ বেছে নেয়া? ম্যালথাসের তত্ত্বে ন্যাচারাল কন্ট্রোল অব পপুলেশন বা জনসংখ্যার প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণের কথা পাই আমরা। প্রকৃতি নানারকম দুর্যোগ তৈরি করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে। এখন দেখা যাচ্ছে, প্রকৃতির পাশাপাশি সরকারও তৈরি করছে দুর্যোগ। র‍্যাব যেমন একটা দুর্যোগ। এর আগে ঘটেছিল অপারেশন ব্লিন হার্টের দুর্যোগ। জোট আমলে একেকটা দুর্যোগ আসছে ক্যাটরিনার মতো, সুনামির মতো। নামগুলো আগে জানা থাকে না, দুর্যোগ বয়ে যাওয়ার পর সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানা যায়।

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা অনেক। একটা ব্যাখ্যা বেশ সুন্দর। ডেমোক্র্যাসি ইজ অ্যান আর্ট অব লিভিং টুগেদার গণতন্ত্র হল একত্রে বসবাস করার শিল্প। বর্তমান সরকার এই মহৎ শিল্পকর্ম জানে না, বোঝেও না। একত্রে বসবাসের শিল্পটি বুঝেছে কানসাটবাসী। পুলিশের ত্রাসের রাজত্বে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে লোকালয় ছেড়ে গহিন আমবাগানের অন্ধকার কোনায় আশ্রয় নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু ঐক্যের

সুতোটি ছিঁড়তে দেয়নি। দাবি-দাওয়ার পক্ষে, নির্যাতনের বিরুদ্ধে এ ঐক্যই শেষ পর্যন্ত তাদের বিজয়ী করেছে।

আসলে ঐক্যটাই আসল কথা। মাও সেতুং যেমনটা বলেছিলেন ঐক্যকে চোখের মণির মতো আগলে রাখতে হবে। অন্যসব চুলোয় যাক, ঐক্য ধরে রাখতে হবে ঠিকঠাক। জনতার ঐক্য যারা ভাঙতে চায়, তারা কিছু কৌশল অবলম্বন করে। ঐক্যবদ্ধদের মানসিকভাবে দুর্বল করতে চায় প্রথমে, সফল না হলে শারীরিকভাবে আঘাত করে একে অন্যের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চালায়। ছড়ায় বিভ্রান্তিও। ঐক্যে ফাটল ধরানোর বহুমুখী অপচেষ্টার মুখে তা ঠিক রাখার একটাই উপায় নিজেকে নিজে বলতে হবে, শেষটা দেখে ছাড়ব। মাঝপথে হতাশার অনেক কারণ ঘটতে পারে, ঘটেও। কিন্তু হাল ছাড়া যাবে না। পানি ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বাষ্প হয়। ৫০, ৬০, ৭০ এমনকি ৯৯ ডিগ্রিতেও বোঝা যায় না এই পানি কিছুক্ষণ পর বাষ্প হবে। কেউ যদি ৫০-৬০ ডিগ্রিতে এসে হতাশ হয়ে তাপ দেয়া বন্ধ করে দেয়, সেই পানি বাষ্প হবে কিভাবে? ১০০ ডিগ্রিতে তাপমাত্রা উঠলেই খুব দ্রুত বাষ্পীয়ভবন প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাবে। কানসাটবাসী ১০০ ডিগ্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল, যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। কানসাট থেকে পুলিশ-বিডিআর হাওয়া। সরকার আন্দোলনকারীদের দাবি-দাওয়া মেনে নিয়েছে। চুক্তিও করেছে। যাদের ত্রিমিনাল বলেছিলেন রাজশাহীর মেয়র নিজে, তাদের সঙ্গেই কোলাকুলি করেছেন।

পুলিশ-বিডিআর নয়, পিছু হটেছে সরকার। পুলিশকে নিয়ে একটা স্লোগান আছে পুলিশ তুমি যতই মারো, তোমার বেতন একশ' বারো। সিদ্ধান্ত পালনকারী নগণ্য পাইক-পেয়াদা এরা, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী জমিদার নয়। জমিদারিটা ফলাচ্ছে সরকার। নামেই গণতন্ত্র। দেশে আদালত আছে, কানসাটের ব্যাপারে সেই আদালতের রায়ও মানা হয়নি। জমিদারদের নিজস্ব কিছু অলিখিত আইন থাকে। খাজনা (ট্যাক্স) দিতে হবে, তবে তার বিনিময়ে কোন সুযোগ-সুবিধা দেয়া যাবে না। উচ্চবাচ্য করলে পাঠাও পাইক-পেয়াদা-বরকন্দাজ। ডাঙা মেরে ঠাঙা করো। কিন্তু কানসাটে ডাঙায় কাজ হয়নি। টানটান সিনায় থাকা মেরে এগিয়ে গেছে সবাই। মরো, মারো, ফাটো, ফাটাও, এগোও ধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়েছে সমগ্র এলাকা।

কানসাট আন্দোলনের পর এলাকাবাসী বিদ্যুৎ কতটা পাবে সেটা এখনই বলা যাচ্ছে না। তবে দেশের অপরাপর অঞ্চলের অধিবাসীরা যে জনতার ঐক্যের মাজেজাটা ধরতে পেরেছে সেটা পরিষ্কার।

মাহবুব কামাল : সাংবাদিক, নাট্যকার